মন

কলঙ্কিনী নদী

কলঙ্কিনী নদী

১

নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর এম ডি, নুর হাসানের পছন্দের খাবার হলো, পুড়া মাংস, আর সে নারীর প্রতি খুবই দুর্বল। নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর জি এম, আলী আকবরেরও পছন্দের খাবার হলো, পুড়া মাংস, আর সেও নারীর প্রতি খুবই দুর্বল। নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার, আশরাফ হোসেনেরও পছন্দের খাবার হলো, পুড়া মাংস, আর সেও নারীর প্রতি খুবই দুর্বল।

নারীর প্রতি দুর্বলতার ব্যাপারে আলাপ করতে গিয়ে, এক অধ্যাপক পর্য্যায়ের ভদ্রলোক বলেছিলেন, নারীর প্রতি দুর্বল নয়, এমন কোন পুরুষ পৃথিবীতে নেই। যে বলে, নারীর প্রতি আমার কোন দুর্বলতা নেই, সে হয় মস্ত মিথ্যাবাদী, অথবা, বদ্ধ উন্মাদ, অথবা নিকৃষ্ট নরাধম। ভদ্রলোকের এই কথাটির বিরুদ্ধে আমার ভিন্ন কোন যুক্তি নেই। ব্যাপারটা আমিও স্বীকার করি। আর তাই, নারীর প্রতি দুর্বলতাকে নিয়ে, কোন খারাপ দিক ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য আমার নেই। নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর এম ডি, জি এম আর জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার এর কিছু কিছু ব্যাপারে বিশেষ মিলের একটি বর্ণনা করাটাই মূল উদ্দেশ্য।

পছন্দের খাবার পুড়া মাংস, এ আবার নুতন কি? এমন অনেকেই আছে, যাদের প্রিয় খাদ্য পুড়া মাংস। এই কথা বলার জন্যে নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর এম ডি, জি এম আর জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার এর উপমা দেয়ার কোন প্রয়োজন যে নেই, নিঃসন্দেহে আমি নিজেও বলতে পারি। এই বিশেষ মিলটি বলার পেছনেও একটি সংগত কারণ আছে।

নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর মূল কাজ হলো, বিদেশ থেকে মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস আমদানী করে, দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল আর ক্লিনিক গুলোতে সাপ্লাই দেয়া। আর তাই হাসপাতাল আর ক্লিনিক গুলোর ডাক্তার, নার্স আর বিদেশী বড় বড় মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস মেকারসদের সৌজন্যে প্রায় প্রতি মাসেই ডিনার পার্টির আয়েজন হয়ে থাকে। সেই সব ডিনার পার্টিতে দেখা যায়, নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর জি এম আলী আকবর, প্রথমেই খোঁজে বেড় করে পুড়া মাংসের কর্ণারটা। সে যখন লোভনীয় পুড়া মাংসের একটা টুকরা মুখে দেবে দেবে করে, ঠিক তখুনিই এম ডি সাহেব একটা বিয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে মাংসের কর্ণারে। সে পুড়া মাংসের একটা টুকরা মুখে দিতে দিতে বলে, আলী তোমাকেই তো খোঁজছিলাম।

জি এম সাহেব কোন উত্তর দেবার আগেই, পেছন থেকে জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার, আশরাফ হোসেনের গলা শুনা যায়, আজকের পার্টিটা কিন্তু খুবই গর্জিয়াস হয়েছে। এই বলে সেও একটা পুড়া মাংস গালে পুড়ে।

যারা পুড়া মাংস খুবই পছন্দ করে, তারা বোধ হয়, পুড়া মাংসের বাইরে, অন্য খাবারও কিছুটা মুখে তোলে। কিন্তু, নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর এম ডি, জি এম আর জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার এর পেটে একবার পুড়া মাংস পরলে, অন্য খাবার আর রোচেনা।

আর, খাবারের পর্বটা শেষ হলেই, জি এম সাহেবের চোখগুলো খোঁজতে থাকে, কোথায় নারীর কোন জটলা আছে কিনা। এই ধরনের পার্টির আধিকাংশ নারী অতিথি হলো, হাসপাতাল আর ক্লিনিক গুলোর নার্স, আর কদাচিৎ মহিলা চিকিৎসক। আর এই সব অতিথিদের জন্যে ইনভাইটিং কার্ডগুলো ইস্যু করে জি এম সাহেব নিজে। আর সেই ইনভাইটিং কার্ড গুলো বিলি করার কাজটি খুবই আগ্রহ করেই করে থাকে, স্বয়ং এম ডি সাহেব, নিজে ব্যাক্তিগতভাবে হাসপাতাল আর ক্লিনিক গুলোতে গিয়ে।

জি এম সাহেবের সিগারেটের বাতিক আছে। সে যখন মেয়েদের একটা জটলা নিয়ে, সিগারেট টানতে টানতে গল্প গুজবে মেতে উঠে, ঠিক তখুনি এম ডি সাহেব, সিগারেটের ছোতা ধরে এগিয়ে যায় সেদিকে। বলে, আলী একটা সিগারেট দাওতো, খুব সিগারেটের তেষ্টা পেয়েছে। আর ঠিক সেই সময়েই, জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার আশরাফ হোসেন, অন্য একটি নারীর জটলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

সুপ্রিয় পাঠক পাঠিকা, এই সব দোষের কিছু না। আর নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর, এই তিনজন বিশেষ লোকের দোষ বর্ণনা করার জন্যে এত কথাও না। কারণ, এই তিনজনই অবিবাহিত। একজন অবিবাহিত মানুষের জন্যে এটা খুবই স্বাভাবিক। তবে, এই তিনজনের এখনো বিয়ে না করার পেছনে, বিশেষ কিছু ইতিহাস আছে।

প্রথমে আসি, এম ডি নুর হাসানের কথায়। নুর হাসানের অতীত খুবই কুৎসিত। নুর হাসান যে বিয়ে করেনি তা ঠিক না। তার সাত বছরের একটি মেয়ে আছে। সে সাধারণতঃ নিজেকে বিপত্নীক বলে থাকে, আসলে তার বউ তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কারন, তার প্রথম জীবন কেটেছে টোকাই হিসেবে।

রাস্তার ভিখিরী ধনী হয়েছে, এমন গল্প অনেক আছে, বাংলা সাহিত্যে অথবা সংস্কৃতিতে। এসব নুতন করে লিখার যেমন অর্থ হয়না, তেমনি পাঠক পাঠিকাদেরও সময় নষ্ট করে, এইসব অখাদ্য পড়ার কোন মানে হয়না। কিন্তু, নুর হাসানের কিছু বিশেষ বশিষ্ট্য আছে। তার মেধা খুবই ভালো। সে করেনি এমন কোন কাজ নেই। অনেক কাজের মাঝে, সে ধনীদের বাড়ীর বাগানের আগাছা, ময়লা পরিস্কার ইত্যাদিও করতো। তখন তার নাম ছিলো কালু। সবাই ডাকতো কাইল্যা। ঠিক তেমনি একটি বাড়ীর বাগান পরিস্কার করার সময়, সেই বাড়ীর ষোল বছর বয়েসী মেয়েটি একদিন বললো, এই কাইল্যা, আমাদের এস এস সি পরীক্ষায় নিরক্ষরতা দূরীকরনের জন্যে, দুইজনকে অক্ষরদান করা বাধ্যতামূলক। একজন, আমাদের কাজের মেয়েকে অক্ষর শিখাচ্ছি, আর একজন খোঁজে পাচ্ছিনা। তুই আমার ছাত্র হবি? তার জন্যে তোকে আমি টাকা দেবো।

উনিশ বছর বয়সের নুর হাসান ওরফে কাইল্যা রাজী হয়ে গেলো। অক্ষর দান পেয়ে, লেখাপড়ার উপর তার আগ্রহটা বেড়ে গেলো। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত এবং অনেক ধনী হয়ে, ঠিক তার অক্ষর দাত্রী মেয়েটির মতোই, একটি মেয়েকে জীবন সংগীনী করে নেয়ার স্বপ্নও দেখতে লাগলো। কিন্তু, বাস্তব বড় কঠিন। পরীক্ষা পাশের জন্যে, অক্ষর দানের কাজটি শেষ হতেই অক্ষর দাত্রীর সাথে তার আর যোগাযোগ থাকলো না। নুর হাসান ভাবলো অন্য কথা। সে ভাবলো, সে কিছু ব্যাবসাপাতি করবে। কিন্তু এত টাকা সে পাবে কই? টাকার জন্যে সে পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলো।

সে এক সময় ঠেলা গাড়ী ঠেলতো। এক পর্যায়ে, একটি কোম্পানীর রেগুলার মাল ঠেলার কাজটা পেয়ে গেলো। তা ছিলো, একটি মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস কোম্পানীর মালপত্র, বিভিন্ন হাসপাতাল আর ক্লিনিক গুলোতে সাপ্লাই দেয়া। তার কাছে, এই ব্যাবসাটা খুব জমজমাট মনে হলো। সে ভাবলো, এরকম একটা কোম্পানীর মলিক সে হবেই। ছোট খাট একটা কোম্পানী দাঁড় করানোর মতো, টাকা সে জমিয়েছে, গত দু বছরে। কিন্তু, এই ধরনের একটা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস কোম্পানীর জন্যে ইংরেজী জানা খুবই দরকার। এই একুশ বছর বয়সে, তাকে ইংরেজী শেখাবে কে?

সে কিছু পুরনো দোকান থেকে প্যান্ট শার্ট কিনলো। সেই পোষাক পরে গেলো সে, সেই অক্ষর দাত্রীর বাড়ীতে, একটা ইংরেজী অক্ষর শেখার বই নিয়ে। প্রেম নিবেদনের নুতন কোন পন্থা ভেবে, তার অক্ষর দাত্রী তাকে অপমান করতে মোটেও ভুল করলো না। অথচ, নুর হোসেন মাথা নত করে বললো, আপনি আমার প্রথম শিক্ষিকা। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আমাকে দয়া করে ইংরেজীটা শেখান। তার জন্যে, আমি আপনাকে টাকা দেবো।

নুর হাসানের ইংরেজী অক্ষর শেখাটা হয়ে গেলো, তার জীবনের প্রথম শিক্ষিকার কাছেই। তবে, তার জন্যে কোন পারিশ্রমিক দিতে হলোনা। বাকী ইংরেজী শিখলো সে অভিধান আর বই পড়ে, নিজে নিজে। তারপর, ঠিকাদারের কাজে নামলো। দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের কল্যানে, দাঁড় করেছে, এই নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস। শুধু তাই নয়, মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর উপর অসাধারন জ্ঞানের জন্যে দেশের বাইরে তার মর্যাদা বাড়তে লাগলো। অথচ, নিজ দেশে সামাজিক মর্যাদা সে পেলোনা কিছুতেই। অতীতে টোকাই ছিলো বলে, পছন্দের মেয়ে গুলোকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে গিয়ে সমস্যায় পরলো। শেষ পর্য্যন্ত এক গাড়ীচালকের কন্যার সাথে তার বিয়ে হলো। একটি ফুটফুটে মেয়ের বাবাও হলো সে। অথচ, একদিন এক পারিবারিক কলহে, পুরনো ইতিহাসের বাক বিতণ্ডায়, ছাড়াছাড়িটাও হয়ে গেলো, বিয়ের পর তিন বছরের মাথায়।

এবার আসি, আলী আকবরের কথায়। আলী আকবর এক কৃষকের ছেলে। তারও মেধা ভালো। এইচ এস সি পাশ পর্য্যন্ত অনেকটা বৃত্তির টাকাতেই পড়ালেখা চালিয়েছে সে। এবং তার তোখোর মেধার কারনে, টিউশনি আর আর বৃত্তির টাকায়, ম্যাডিক্যাল কলেজের লেখাপড়া শেষ করে, উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশ পাড়ি দেবার কথা ভাবলো। ভালো কোন বিদেশী বৃত্তি সে পাচ্ছিলোনা। শেষ পর্য্যন্ত একটি জার্মানী ইন্যুভার্সিটিতে, মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর উপর উচ্চশিক্ষার জন্যে একটা বৃত্তি সে পেয়েছিলো। নাই মামার চাইতে কানা মামা ভালো ভেবে, এম বি বি এস হয়েও, মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর উপর উচ্চশিক্ষা করতে এসেছিলো জার্মানীতে।

উচ্চশিক্ষাকালীন সময়েই, একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে দেখা হয়েছিলো, নুর হাসানের সাথে। সেই ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে নুর হাসানের বক্তৃতা শোনে সত্যিই অবাক হয়েছিলো আলী আকবর। মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর উপর, বাংলাদেশের একজন বিশেষ গবেষক ভেবে, টি ব্রেকের সময় আলাপ করতে চাইলো তার সাথে। আলাপ করে আরো ভালো লাগলো তাকে। আর দশটা সাধারন, বাংলাদেশী গবেষকের মতো মনে হলো না তাকে। শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এলো তার। আব্দার করলো, তার অধীনে কাজ করার সুযোগ পেলে চির কৃতজ্ঞ থাকবে।

উচ্চশিক্ষা শেষে, নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এ তার চাকুরী হলো ম্যানেজার হিসেবে। তারও সমস্যা হলো বিয়ে করতে গিয়ে। ছোটকাল থেকেই চমৎকার একটা মেয়েকে সংগীনী করে পাবে স্বপ্ন দেখতো সে। অথচ, তার অতীত খুবই কুৎসিত। সে কৃষকের ছেলে। পাত্রী রাজী থাকলেও, পাত্রীর অভিবাবক থেকে বাঁধা আসে বিয়েতে।

আর আশরাফ হোসেনের কথা কি বলবো। সে একটি সরকারী অফিসের দারোয়ানের ছেলে। তারও মেধা ভালো। সে পড়ালেখার খরচ চালিয়েছে, অনেকটা টিউশনি করে। চিটাগং বি আই টি তে ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং এ পড়ার সময়, একবার সে, এক বন্ধুর ডাকে চিটাগং ইন্যুভার্সিটিতে গিয়েছিলো। সেখানে, দলে দলে পরীদের মতো, মেয়েদের ছুটাছুটি দেখে মনটা ভরে উঠেছিলো। আহা কি প্রাণ ঐ ইন্যুভার্সিটি গুলোতে। তেমনি একটা পরীর মতো মেয়ে যদি তার জীবনে আসতো! নাহ, এলোনা। দারোয়ানের ছেলে বলে, জীবনে কোন মেয়ের কাছে পাত্তা পেলোনা।

পাশ করার পর, বসে থাকার মতো ছেলে সে না। চাকুরীর জন্যে বিভিন্ন কোম্পানীতে যখন আবেদন করতে লাগলো, তখন প্রথম চাকুরী হলো, এই নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এ। নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর এম ডি, আর জি এম সাহেবকে এত ভালো লাগলো তার, যে, এই চাকুরীটা ছাড়তে আর ইচ্ছে হলোনা।

বর্তমানে, নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর, এম ডি নুর হাসানের বয়স ৪৪, জি এম আলী আকবরের বয়স ৩৭, আর জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার, আশরাফ হোসেনের বয়স ২৭। আর এই কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা হলো সাত। সর্বমোট দশজন। এই দশজনের সবাই পুরুষ। এমন একটা পরিবেশে থাকলে, নারীর প্রতি দুর্বলতাটা থাকাটা খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার।

নুর হাসানের হঠাৎই, কেনো যেনো মনে হলো, তার অধীনে এই নয়জন লোক কাজ করছে, এক ধরনের নীরস মন নিয়ে। সে ভাবলো একটি বিশেষ ব্যাপারে। আর সেই বিশেষ ব্যাপারটি নিয়ে পরামর্শ করার জন্যে ডাকলো আলী আকবরকে, তার কক্ষে।

নুর হাসান বললো, তুমি কি কখনো সোলেমান সায়েন্টিফিকস এ গিয়েছো?

আলী আকবর বললো, জী স্যার, বেশ কয়েকবারই তো গেলাম। কেনো বলুন তো?

নুর হাসান বললো, আমাদের অফিসের সাথে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করেছো?

আলী আকবর খানিকটা ভেবে বললো, অনেক পার্থক্যই তো আছে। কোন ব্যাপারে বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা।

নুর হাসান আর ভনিতা করলোনা। সে সরাসরি বললো, সোলেমান সায়েন্টিফিকস এর সকল কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের মাঝে একটা প্রাণ খোঁজে পাওয়া যায়। অথচ, আমাদের অফিসের সবার মন কেমন যেনো মরা মরা লাগে। কোন প্রাণ নেই। তার কারণ কি বলতে পারো?

আলী আকবর কি বলবে বুঝতে পারছেনা। সে মন খারাপ করে বললো, আমরা কি কাজে গাফিলতি করছি?

নুর হাসান হাসলো, আরে না। আমি কি তাই বলেছি নাকি? আমার কেনো যেনো মনে হলো, সোলেমান সায়েন্টিফিকস এর সবার মনে প্রাণ থাকার একটা বিশেষ কারণ আছে। আর সেটি হলো, সেখানে বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মচারী রয়েছে। আমার অফিসে নাই। আমি ভাবছি, আমার অফিসের জন্যে একজন মহিলা রিসেপসনিষ্ট নিয়োগ করবো, তুমি কি বলো?

আলী আকবর, আনন্দে গদগদ হয়ে বললো, এটা স্যার গুড আইডিয়া।

নুর হাসান বললো, তাহলে আর দেরী করছো কেনো? পত্রিকাতে একটা বিজ্ঞাপণ দিয়ে দাও অতি স্বত্তর। আর শোন, বিজ্ঞাপণটা রেডী করার পর, আমাকে একবার দেখাবে।

আলী আকবরের লেখা বিজ্ঞাপণটা দেখে, নুর হাসান অনেকটা রেগে বললো, এটা একটা বিজ্ঞাপণ হলো? কেমন ধরনের রিসেপসনিষ্ট চাই তার তো কিছুই লিখোনি? আর যোগ্যতার তালিকা থেকে, কমপক্ষে এইচ এস সি পাশ কথাটা কেটে দাও। তার বদলে লিখো, সুশ্রী, সুদর্শনা, সুভাষীনী এবং অবিবাহিত হতে হবে।

আলী আকবর বেশ গম্ভীরভাবে বললো, তাহলে স্যার পাত্রী চাই বিজ্ঞাপণের মতো মনে হবে!

নুর হাসান বললো, তা মনে হতে পারে, তবে এর জন্যে সংগত কিছু কারণ আছে। একটা বিশ্রী মেয়ে আমার অফিসে রিসেপসনিষ্ট হিসেবে থাকলে, কারো মনের কোন পরিবর্তন হবেনা। তোমাদের সবার পরিশ্রমের টাকা থেকেই তাকে বেতন দেয়া হবে। আবার ধরো, সুশ্রী, সুদর্শনা মেয়ে ঠিকই, তবে সুভাষীনী নয়, তাহলে, সবার মেজাজ থাকবে রুক্ষ। কাজের কাজ কিছুই হবেনা। আর বিবাহিত হলে, আজকে স্বামীর অসুখ, কালকে ছেলের অসুখ, এইসব বলে ছুটিতে ছুটিতে পুরো মাস কাটিয়ে দেবে। এইসব আমি জানি। তাই যা বলছি, তাই লেখো। আর শোন, আবেদন জমা পরলে, ইন্টারভ্যুর জন্যে, কাদের ডাকা হবে, সেই বাছাইয়ের ভারটা আশরাফকে দেবে। তার রুচি ভালো। ছবি আর যোগ্যতা দেখে বেছে তিনজনকে ইন্টারভ্যুর জন্যে ডাকবে। সেখান থেকে একজনকে নির্বাচন করা হবে।

নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর, রিসেপসনিষ্ট এর একটি পদের জন্যে, সারা দেশ থেকে আবেদন এলো প্রায় দুশ এর উপর। এত আবেদন থেকে, তিনজনকে বাছাই করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে উঠলো আশরাফ। ছবি দেখে সে দশজন প্রার্থীকে অনেক বিবেচনায় আলাদা করলো। এই দশটি মেয়ের ছবিই, এত চমৎকার যে, কোনটিকেই বাদ দিতে পারছিলোনা সে। তাই জি এম আলী আকবরের কাছে গোলো, পরামর্শের জন্যে। আলী আকবর, নিজের বিবেচনায়, দুজনকে বাদ দিতে পারলো, তবে বাকী আটজনকে নিয়ে পরলো সমস্যায়। নিরুপায় হয়ে, সে গেলো এম ডি সাহেবের কক্ষে।

নুর হাসান, আবেদন পত্রের ছবি গুলো একটি একটি করে দেখলো। তারপর তাদের বায়োডাটা দেখে অবাক হলো। পাঁচটি মেয়েই ইন্যুভার্সিটি ডিগ্রীধারী। বাকীরা, বি এ অথবা এইচ এস সি পাশ। দু একজন সদ্য পাশ করা, বাকীরা কয়েক বছর আগে পাশ করেছে, অথচ, কোন চাকুরীর অভিজ্ঞতার বর্ণনা নেই।

নুর হাসান, একটা ছোট নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, কতজন আবেদন করেছিলো?

আলী আকবর বললো, দুশ এগার জন।

নুর হাসান অবাক হয়ে বললো, দুশ এগার জন! কিন্তু কেনো? এরকম জানা নেই ছোট একটা অফিসের রিসেপসনিষ্ট এর জন্যে এত আবেদন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা।

আলী আকবর বললো, স্যার সবাই জীবনের একটা নিশচয়তা চায়। আজকাল, এই দেশের শিক্ষিত মেয়েগুলোর বড় সমস্যা। যোগ্য পাত্র পাচ্ছেনা বলে বিয়ে হচ্ছেনা। বাবা মার সংসারে বোঝা হয়ে থাকতে চাইছেনা। চাকুরীর মাঝে নিজের জীবনের নিশচয়তা খোঁজছে।

নুর হাসানের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। সে বললো, ও, ঠিক আছে। তুমি এখন যাও। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

নুর হাসান ভাবলোনা কিছুই। সে একটা ফ্যাক্স পাঠালো, জার্মানের একটি কোম্পানীর কাছে। এই কোম্পানীটি তাকে একবার বিনিয়োগের কথা বলেছিলো। তারা বলেছিলো, মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টসগুলো যদি বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং করা যায়, তাহলে খরচ অনেক কম পরবে, কারণ, বাংলাদেশে ল্যাবার কস্ট কম।

শুধুমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং এর প্রস্তাব দেয়াতে রাজী হয়নি তখন সে। কারন, সে নিজে প্রস্তাব দিয়েছিলো, তার পাশাপাশি, বাংলাদেশী মেধাবীদের সহযোগীতায় যদি মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর উপর যদি কিছু গবেষনা হয় তাহলেই রাজী। অথচ, প্রযুক্তি দিতে চায়নি, তখন সেই কোম্পানীটি।

একটি রিসেপসনিষ্ট এর পদের জন্যে, এত মেয়ের আবেদন দেখে, সে ভাবলো অন্য কথা। অধিকাংশ মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর ম্যানুফ্যাকচারিং হয় অটোমেটিক টি পি এম পদ্ধতিতে। মুখে ল্যাবার বললেও এই ধরনের কাজে কায়িক শ্রম তেমন নেই। উন্নত দেশগুলোতে এইসব কাজের ত্রিশ শতাংশই করছে শিক্ষিত মেয়েরা। অথবা আরো বেশী। তা ছাড়া, একটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইণ্ডাষ্ট্রীতে প্রশাসন বিভাগ থাকে, হিশাব নিকাশ বিভাগ থাকে, থাকে গুনাগুন নিয়ন্ত্রন বিভাগ। এইসব কাজ তো শিক্ষিত মেয়েরা সহজেই পারার কথা। দেশের মেধাবী ছেলেদের কথা ভেবে আর কি হবে। এরা তো এমনিতেই মেধাবী। যে যেমনি পারছে, নিজের মেধাকে বিকাশ করতে, দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, ভিন দেশে। আর যে গুলো ভিন দেশে যেতে পারছেনা, সে গুলো তো, বড় বড় আসনে বসে, বড় বড় কথা বলে, দেশটার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। এবং ভালোই আছে।

নুর হাসান, নিসাকা মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস এর অফিস কক্ষে গিয়ে, আলী আকবার, আর আশরাফ হোসেন সহ সবার উদ্দেশ্যে বললো, আমাদের অফিসের রিসেপসনিষ্ট নিয়োগের ব্যাপারটা স্হগিত করলাম, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। তবে তোমাদের হতাশ করছি না। আমাকে আরো কিছুদিন সময় দাও।

আলী আকবর আর আশরাফ হোসেন সহ সবার মনই খারাপ হয়ে গেলো সাথে সাথে।

(নুর হাসান, আলী আকবর আর আশরাফ হোসেন চরিত্র গুলো সম্পূর্ন কাল্পনিক। এই গল্পের স্হান, কাল, আর পাত্রপাত্রীদের কারনে, কেউ যদি নিজের সাথে মিল পেয়েই যান, তাহলে ক্ষমা করবেন।)

চলবে